১১.নবীজির জান-মান রক্ষায় সাহাবায়ে কেরামের চেতনা ও আদর্শ

এক. কথাটা যেই বলুক বড়ই সত্য কথা বলেছে, ‘রাসূলের অপমানে কাঁদে না যদি তোর মন, মুসলিম নয় মুনাফিক তুই রাসূলের দুশমন।

দুই: খুবই আশ্চর্য লাগছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে, কিন্তু এরপরো আমরা কোটি কোটি মুসলমান এখনো জীবিত আছি! অথচ সাহাবীদের চেতনা তো ছিল, হয় শাতিমে রাসূলকে হত্যা করবো না হয় নিজে শহিদ হবো? আজ কি আমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে ফ্রান্সের নাগরিকদের হত্যা করবে, তাদের কোন দূতাবাস উড়িয়ে দিবে?

তিন. আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম বিশ্ব ফ্রান্সের পণ্য ব্যাপকভাবে বয়কট করা শুরু করেছে। ফ্রান্সের এতে টনক নড়েছে। তারা মুসলিম বিশ্বকে বয়কট না করার আহ্বান জানিয়েছে। ইনশাআল্লাহ বয়কট চলতে থাকলে তারা এ ঘৃণ্য অপকর্ম বন্ধ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এধরণের বয়কট কোন স্থায়ী সমাধান নয়। তারা হয়তো কিছুদিনের জন্য ক্ষান্ত হবে, কিন্তু সুযোগ পেলে আবারো এ ধরণের কাজ করবে। তাই শাতিমদের শায়েস্তা করার স্থায়ী ও

টেকসই পথ হলো জিহাদের মাধ্যমে কাফেরদের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়া এবং শাতেমদের এক এক করে হত্যা করা। এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রাসুলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন, তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, তাঁর হিকমত পরিপূর্ণ।"। -সূরা তাওবাহ: ১৩-১৫

চার. নিঃসন্দেহে আমাদের দিল ব্যথিত হচ্ছে, কিন্তু কতটুকু? আমরা কি এখনো হাসি-তামাশা করছি না? আজ যদি আমাদের মা-বোন-কন্যা বা স্ত্রী ধর্ষিতা হতো তাহলে কি আমাদের মুখে হাসি আসতো? রাতে ঘুম হতো? শক্তি নাই বলে কি জীবনটা পূর্বের মতোই চলতে থাকবে? এটা কি প্রমাণ করে না রাসূলের ভালোবাসা আমাদের নিকট আমাদের পরিবার-পরিজনের চেয়েও কম?

পাঁচ. আমরা হয়তো জায়নামাযে বসে কাঁদছি? বদদোয়া করছি। এ বদদোয়াও সুন্নাহর অংশ। কিন্তু শুধু কান্না কি হাঁতে চুড়ি পরা অবলা নারীদের অভ্যাস নয়, যাদের নিকট জুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার মতো ক্ষমতা থাকে না। তাহলে আমরা কেমন পুরুষ? আল্লাহ তায়ালা তো আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, রাসূলকে কষ্টপ্রদানকারীদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার। কিন্তু আমরা যেন সেই দায়িত্ব আবার আল্লাহকেই দিয়ে দিতে চাচ্ছি। আমাদের হাবভাবে মনে হয়, আমরাও যেন বনী ইসরাইলের মতোই বলতে চাচ্ছি, হে আল্লাহ আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না, আপনার সাহায্যের ওয়াদা থাকলেও আমরা জিহাদ করবো না, জিহাদের প্রস্তুতিও নিবো না। আপনিই যা করার করুন। (নাউযুবিল্লাহ)

ছয়. কোন হতভাগা মুসলিম এ কথাও বলছে যে, ফ্রান্সের এ কাজ তো কতিপয় উগ্রপন্থীর কর্মের প্রতিক্রিয়া। তারা

শাতিমদের হত্যা করেছে বলেই তো আজ ফ্রান্স এ কাজ করছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, ইতিহাসে এর অনেক নজীর রয়েছে যে, পরাজিত জাতি নিজেদের মুক্তিদাতা প্রকৃত বীরদের চিনতে ভুল করেছে। স্থায়ী লাঞ্ছনা ও যিল্লতি হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে যখন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং এর কারণে সাময়িক কষ্টের শিকার হতে হয়েছে, তখন মুক্তির মশালধারীকেই অভিযুক্ত করা হয়েছে। মুসা আলাইহিস সালামকেও বনী ইসরাইল বলেছিলো,

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বললো, আমাদেরকে তো আপনার আগমনের আগেও উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং আপনার আগমনের পরেও (উৎপীড়ন করা হচ্ছে) মুসা বললো, তোমরা এই আশা রাখো, আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং যমিনে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কি রূপ কাজ করো। -সূরা আরাফ: ১২৯

সুতরাং কুরআন হতে শিক্ষাগ্রহণ করুন। বনী ইসরাইলের মতো কথা বলবেন না।

সাত. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা শারীরিক কষ্ট দিয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাদের ক্ষমা করেছেন, কিন্তু যারা রাসূলের ইজ্জতে আঘাত করেছে, তাকে নিয়ে কটূক্তি করেছে, রাসূল তাদেরকে ক্ষমা করেননি। কেননা রাসূলকে শারীরিক কষ্ট-আঘাত করলে তা তাঁর দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি-ব্যঙ্গ করা হলে সেই আঘাত আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামের উপর আসে। যে ধর্মের নবীকে অপমান করা হয়, সেই ধর্মের আর কিই বা বাকী থাকে?

এখন আমি এমন কিছু হাদিস ও আছার পেশ করবো যা থেকে বুঝা যাবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের প্রতি সাহাবীদের মনোভাব কি ছিল। এক্ষেত্রে তাদের চেতনা ও আদর্শ কি ছিল? আর যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা তাকে শারীরিক কষ্ট দেয়ার চাইতেও বেশি গুরুতর, তাই শারীরিক কষ্ট থেকে নবীজিকে প্রতিরক্ষার হাদিস-আছারগুলো তাঁর সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

১. শাতিম আবু জাহলের প্রতি মুয়ায বিন আফরা ও মুয়ায বিন আমরের মনোভাব

عن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار - حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما - فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه فقال: «أيكما قتله؟»، قال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟»، قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» ، وكانا معاذ ابن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح. صحيح البخاري: 3141 صحيح مسلم: 1752

আবদুর রাহমান বিন আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দণ্ডায়মান, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে রয়েছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি, তখন তাঁদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আপনি কি আবূ জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা; তাকে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমাকে

অবহিত করা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালমন্দ করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে অবধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় মুগ্ধ হলাম। এরপর দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে অনুরূপ বলল। কিছুক্ষণ পরই আমি আবূ জাহেলকে দেখলাম, সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলোনি তো? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার থেকে প্রাপ্ত মালামাল মুয়ায ইবনু আমর ইবনু জামুহের জন্য। তারা দু'জন হল, মুয়ায ইবনু

আ’ফরা ও মুয়ায ইবনু ‘আমর ইবনু জামূহ। -সহিহ বুখারী: ৩১৪১; সহিহ মুসলিম: ১৭৫২

২. শাতিম প্রিয়তমা হলেও তার নিস্তার নেই

عن ابن عباس: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه فينهاها، فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجمع الناس، فقال: "أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام" فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها، فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا اشهدوا أن دمها هدر». رواه أبو داود (4361) وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ص: 454) : رواته ثقات. وقال الشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية (2/ 406) : رجال إسناده ثقات. وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود: إسناده قوي.

ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত, জনৈক অন্ধ লোকের একটি ক্রীতদাসী ছিলো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভৎর্সনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। এক রাতে সে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, সে একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে রেখে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু'পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো। ভোরবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাটি অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বলেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি একাজ করেছে, তার উপর যদি আমার কোন অধিকার থেকে থাকে, তবে যেন সে উঠে দাড়ায়।

একথা শুনে অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে বসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। আমি নিষেধ করতাম; কিন্তু সে বিরত হতো না।

আমি তাকে ধমক দিতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতো না। তার গর্ভজাত মুক্তার মতো আমার দু'টি ছেলে আছে, আর সে আমার খুব প্রিয়পাত্রী ছিলো। গত রাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে, আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেলো (অর্থাৎ তাকে হত্যার কারণে কিসাস বা দিয়ত নেয়া হবে না।) -সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৬১ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, শাওকানী ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

শাতেমের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি (যিম্মা/সন্ধি/আমান) থাকলেও তাকে হত্যা করা হবে এবং এক্ষেত্রে ইমামের অনুমতিরও প্রয়োজন নেই

عن علي: أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه داود 4362)) وقال الإمام ابن تيمية في ص: 61) : وهذا الحديث جيد ... وله شاهد)الصارم المسلول حديث ابن عباس الذي يأتي.

আলী রাযি. বলেন, জনৈক ইহুদী নারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কটূক্তি ও গালি-গালাজ করতো। এ কারণে কোন একব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্* সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ নারীর খুনের বদলা বাতিল বলে ঘোষণা করেন। -সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৬২; ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: 62)

এই হাদিস প্রমাণ করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে নারী হলেও তাকে হত্যা করা হবে এবং গালিদাতা যিম্মি হলেও তাকে হত্যা করা হবে। কেননা এই মহিলার সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর সকল

ইহুদীদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে নিয়েছিলেন। -আসসারিমুল মাসলূল: ৬২

আঘাতে জর্জরিত ও মৃত্যুমুখ অবস্থায় সাদ বিন রবী রাযি. এর আনসারীদের প্রতি ওসিয়্যত

عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: «خبرني كيف تجدك؟» قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، قال: وفاضت نفسه رحمه الله رواه الحاكم 4906 وقال «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ثم ووافقه الذهبي، أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدَّثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟» فذكر الحديث بنحو منه. وقال الذهبي تاريخ الإسلام (1/ 119) فهو شاهد لما رواه خارجة. ويشهد له أيضا ما رواه مالك في

الموطأ (663/3) عن يحيى بن سعيد بمعناه مرسلا
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: «خبرني كيف تجدك؟» قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، قال: وفاضت نفسه رحمه الله

যায়েদ বিন সাবেত রাযি. বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাদ ইবন রবী রাযি. কে খোঁজ করতে পাঠালেন এবং আমাকে বলে দিলেন, যদি তুমি তাকে দেখতে পাও, তবে তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে বলবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি অবস্থা? আমি নিহতদের মাঝে তাকে খুঁজে পেলাম, তখন তিনি মৃত্যুমুখে ছিলেন, তার শরীরে তীর-তরবারী-বর্শার সত্তরটি আঘাত ছিল। আমি তাকে বললাম, হে সাদ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি অবস্থা? তিনি বললেন,

আল্লাহর রাসূল ও তোমার প্রতি সালাম। তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলো, আমি তো জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আমার আনসারী কওমকে বলো, যদি তোমাদের কারো জান বাকী থাকাবস্থায় কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে যায় তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের কোন উযর বাকী থাকবে না! এ কথা বলেই তিনি জীবন উৎসর্গ করলেন। -মুয়াত্তা মালেক: ৩/৬৬৩; মুস্তাদরাকে হাকেম: ৪৯০৬ ইমাম যাহাবী রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

রাসূলের প্রতিরক্ষায় সাতজন আনসারীর জীবন উৎসর্গকরণ

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، قال: «من يردهم عنا وله الجنة؟» - أو «هو رفيقي في الجنة» -، فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، أو «هو رفيقي في الجنة» - «فقال: «من يردهم عنا وله الجنة؟ ، فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا» ورواه مسلم (1789).

আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদ যুদ্ধের দিন কেবল সাতজন

আনসার ও দুজন কুরাইশ (মুহাজির) সাথীসহ (শত্রুবাহিনী কর্তৃক) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তারা তাকে বেষ্টন করে ফেলে, তখন তিনি বললেন, কে আমার পক্ষ থেকে শত্রুদের প্রতিহত করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অথবা বললেন, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। তখন আনসারদের মধ্য হতে একব্যক্তি অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ শুরু করল এবং পরিশেষে শহীদ হলো। তারপর পুনরায় তারা তাঁকে বেষ্টন করে ফেললো এবং অনুরূপভাবে (লড়াই করতে করতে তাঁদের) সাতজনই শহীদ হলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা সঙ্গীদের প্রতি সুবিচার করিনি। (আমরা বেঁচে রইলাম, অথচ তারা শহীদ হলেন।) –সহিহ মুসলিম: ১৭৮৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যারা তানযীমে যুক্ত আছেন তাদের জন্য আমিরদের অনুমতি ব্যতীত আক্রমন করা ঠিক হবে না। এটা সামগ্রিক বিচারে তানযীমের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তবে যারা তানযীমে যুক্ত নেই তারা লোন উলফ হামল করতে পারেন। তাদের জন্য লোনউলফ ম্যাগাজিনে (পৃ: ১৭) ফরাসী নাগরিকদের টার্গেট হিসেবে বহু পূর্বেই সিলেকশন করে দেয়া হয়েছে আর এখন তো ফরাসিদের অপরাধের মাত্রা আরো বেড়েছে।

চলবে ইনশাআল্লাহ

১২.নবীজির জান-মান রক্ষায় সাহাবায়ে কেরামের চেতনা ও আদর্শ (দ্বিতীয় পর্ব)

রাসূলের প্রতিরক্ষায় হযরত তালহা রাযি. এর কারনামা

عن قيس بن أبي حازم، قال: «رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت». صحيح البخاري (3724)

কায়েস বিন আবু হাযেম রহ. বলেন, আমি তালহা রাযি. এর ঐ হাতকে অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দিয়ে তিনি (উহুদ যুদ্ধে শত্রুদের আক্রমণ হতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হিফাযত করেছিলেন। -সহিহ বুখারী: ৩৭২৪

عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «من للقوم؟» فقال طلحة: أنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كما أنت» فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فقال: «أنت» فقاتل، فقال «حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: «من للقوم؟ طلحة: أنا، قال: «كما أنت»، فقال رجل من الأنصار: أنا، فقال:

فقاتل، حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم «««أنت رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله، فقال أنا، :رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من للقوم؟» فقال طلحة فقاتل طلحة قتال الأحد عشر، حتى ضربت يده، فقطعت أصابعه، فقال: حس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، ثم رد الله المشركين» سنن النسائي (3149) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 27) رواته ثقات. وقال الحافظ في فتح الباري (7/ 360) إسناده جيد

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন কিছু লোক (যুদ্ধ হতে) ফিরে গেল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে বারোজন আনসার কর্তৃক বেষ্টিত ছিলেন, তাদের মধ্যে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি.-ও ছিলেন। মুশরিকরা তাদেরকে আক্রমণ করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন, এ দলের জন্য কে আছো? তালহা রাযি. বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পূর্বে যেমন ছিলে সেরূপ থাকো। তখন একজন আনসারী ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। আবার তিনি লক্ষ্য করলেন এবং দেখতে পেলেন যে, মুশরিকরা আক্রমণ করছে, তিনি বললেন, এ দলের জন্য কে আছো? এবারও তালহা রাযি.

বললেন, আমি। তিনি বললেন, তুমি পূর্বের মতই থাকো। এক আনসারী ব্যক্তি বললেন, আমি আছি। তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ তুমি। এ ব্যক্তিও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন।

এরপর তিনি এভাবে বলতে থাকেন এবং আনসারীরা এক একজন করে বের হয়ে পূর্ববর্তীদের ন্যায় যুদ্ধ করে শহীদ হন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি. অবশিষ্ট থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দলের জন্য কে আছো? তালহা রাযি. বললেন, আমি আছি। তিনি এগারো জনের যুদ্ধ একাই করলেন। পরিশেষে তার হাত অবশ হয়ে গেলো এবং হাতের আঙ্গুলগুলো কর্তিত হলো। এতে তিনি উহ্* শব্দের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি বলতে 'বিসমিল্লাহ', তা হলে তোমাকে ফিরিশতাগণ উপরে উঠিয়ে নিতেন, আর লোকেরা তা দেখতে পেতো। এরপর আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের ফিরিয়ে দিলেন। -সুনানে নাসায়ী: ৩১৪৯ হাফেয যাহাবী ও ইবনে হাজার রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

রাসূলকে কষ্টপ্রদানকারী কাফেরদের প্রতি সা'দ বিন মুয়ায রাযি. এর মনোভাব

عن عائشة: «أن سعدا، قال، وتَحَجَّرَ كَلْمُه للبرء، فقال: اللهم، إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء، فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم، فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار، إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه ». رواه البخاري ومسلم (3901) (1769) قوله : (وتَحَجَّرَ كَلْمُه للبرء) الكلم: الجرح، وتحَجُّره: اشتداده حتى يصير مثل الحجر قويا لا وجع به، ووقع في رواية لأحمد: «وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص». وهو الحلقة الصغيرة كالقُرط.

আয়েশা রাযি. বলেন, সা'দ রাযি. (খন্দকের যুদ্ধে বাহুতে যে) আঘাত পান তা শুকিয়ে যাচ্ছিল (এবং তিনি ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন)। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমার নিকট আপনার রাসূলকে যে সম্প্রদায় অস্বীকার করেছে, তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনার পথে যুদ্ধ করার চাইতে অধিক পছন্দনীয় বিষয় আর নেই। হে আল্লাহ! যদি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করা এখনও বাকী থাকে তবে আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, যেন আমি আপনার পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। হে আল্লাহ! আমি মনে করি যে, আমাদের

এবং তাদের মধ্যে আপনি যুদ্ধ রহিত করেছেন। যদি তাই হয়, তবে আপনি আমার এই ক্ষতস্থান প্রবাহিত করে দিন এবং এতেই আমাকে মৃত্যু (শাহাদত) নসীব করুন। তখন তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনু গিফারের একটি তাবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহের কারণে তারা ঘাবড়ে গেল। তখন তারা বলল, হে তাবুবাসী! তোমাদের দিক থেকে এ কি আসছে? দেখা গেল যে, সাদ রাযি. এর ক্ষতস্থান থেকে তখন প্রবল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল এবং এতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। -সহিহ বুখারী: ৩৯০১; সহিহ মুসলিম: ১৭৬৯

শাহাদাতের পূর্বে খুবাইব রাযি. এর অভিব্যক্তি

কাফেরার খুবাইব রাযি. সহ আরো কয়েকজনকে বন্দী করে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। কুরাইশরা বদরের যুদ্ধে তাদের যে আত্মীয়স্বজন নিহত হয়েছে তাদের প্রতিশোধস্বরূপ তাদেরকে হত্যা করে। খুবাইব রাযি. কে শুলিতে চড়ানোর পর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, মুহাম্মদ তোমার স্থলে শূলিতে থাকবে, আর তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে? তখন খুবাইব রাযি. যে জবাব দেন তাই প্রকৃত মুমিনের জবাব হওয়া দরকার, তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন,

لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه

না, মহান আল্লাহর শপথ! আমি এটা পছন্দ করি না যে, নবীজির পায়ে সামান্য কাঁটা বিঁধবে আর এর বিনিময়ে আমি মুক্তি পেয়ে যাবো। -তবারানী, মুজামে কবীর: ৫২৮৪

রাসূলের প্রতিরক্ষায় আবু তালহা রাযি.

عن أنس رضي الله عنه، قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، فيقول: «انشرها لأبي طلحة». فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك.(صحيح البخاري: 3811 صحيح مسلم: 1811)

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু তালহা রাযি.

ঢাল হাতে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবু তালহা রাযি. সুদক্ষ তীরন্দায ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি শরাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই বলতেন, তোমার তীরগুলি আবু তালহার জন্য রেখে দাও।

এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবু তালহা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হয়তো শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ।
-সহিহ বুখারী: ৩৮১১; সহিহ মুসলিম: ১৮১১

মুহাম্মদ বিন মাসলামা কর্তৃক শাতিম কাব বিন আশরাফকে হত্যা

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله»، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن قل»، » :أقتله؟ قال: «نعم»، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال

فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي [ص:91] شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين - وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين أو: فقلت له: فيه وسقا أو وسقين؟ فقال: أرى فيه وسقا أو وسقين - فقال: نعم، ارهنوني، قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو قال سفيان: يعني -وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة السلاح - فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة، :امرأته وأخي أبو نائلة، وقال غير عمرو، قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم - قال عمرو: جاء معه برجلين، وقال: غير عمرو: أبو عبس بن جبر، والحارث بن أوس، وعباد بن بشر، قال عمرو: جاء معه برجلين، فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، فدونكم فاضربوه، وقال مرة: ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحا، أي أطيب، وقال غير عمرو: قال: عندي

أعطر نساء العرب وأكمل العرب، قال عمرو: فقال أتأذن لي أن أتأذن :أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال لي؟ قال: نعم، فلما استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه صحيح البخاري (4037) صحيح مسلم (1801

জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, (একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কাব বিন আশরাফের হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছো? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান যে আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হাঁ। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ বলতে পারো। এরপর মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. কাব বিন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে সাদকা চেয়ে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই (বাধ্য হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি।
কাব বিন আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম! সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং অতিষ্ট করে তুলবে। মুহাম্মদ বিন

মাসলামা রাযি. বললেন, আমরা তো তাঁকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছিনা। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। .....
কা'ব বিন আশবাফ বলল, ধারতো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখো। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যাক্তি, আপনার নিকট কি করে আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখবো আমরা? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে তাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটাতো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি।
অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ বিন মাসলামা) তাকে (কা'ব বিন আশরাফকে) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কাব বিন আশরাফের দুধ ভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কাব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে (উপর তলা থেকে)

নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নাইলা এসেছে।
(তাদের কাছে যাচ্ছি) .... কাবের স্ত্রী বললো, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কাব বিন আশরাফ বলল, মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নাইলা, (অপরিচিত কোন লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিৎ।
(বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. সঙ্গে আরো দুই ব্যাক্তি নিয়ে (তথায়) গিয়েছিলেন ... এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি (কোন বাহানায়) তার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারী দিয়ে তাকে আঘাত করবে। ...
সে (কাব) চাঁদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। ... কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ এরপর তিনি

মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে (আরেকবার শুঁকাবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন। -সহিহ বুখারী: ৪০৩৭; সহিহ মুসলিম: ১৮০১

রাসূলকে কষ্টপ্রদানকারীদের হত্যা করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের প্রতিযোগিতা

عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن عتبة، في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن» فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر، قال: فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم، قال: فخرجوا بقبس يطلبونه، قال: فخشيت أن أعرف، قال: فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب، من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع، وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات، ولا أسمع حركة خرجت، قال: ورأيت صاحب الباب، حيث وضع مفتاح الحصن في كوة، فأخذته ففتحت به باب الحصن، قال: قلت: إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى

أبواب بيوتهم، فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي
رافع في سلم، فإذا البيت مظلم، قد طفئ سراجه، فلم أدر أين
الرجل، فقلت: يا أبا رافع قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو
الصوت فأضربه وصاح، فلم تغن شيئا، قال: ثم جئت كأني
أغيثه، فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي، فقال: ألا
أعجبك لأمك الويل، دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال:
فعمدت له أيضا فأضربه أخرى، فلم تغن شيئا، فصاح وقام
أهله، قال: ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو
مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى
سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم، أريد أن
أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي
أحجل، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية، فلما كان في وجه الصبح
صعد الناعية، فقال: أنعى أبا رافع، قال: فقمت أمشي ما بي
قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم
(4040)فبشرته. صحيح البخاري

وقال ابن إسحاق: لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت
الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي
فحدثني الزهري عن عبد :الحقيق وهو بخيبر، فأذن لهم. قال
الله بن كعب بن مالك قال: كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس
والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا
إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا. وكذلك
الأوس. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج
من رجل له من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما

كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر. (فتح الباري لابن حجر 7/ 342)

বারা‘ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রাফিকে (হত্যার) উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ বিন আতিক ও আবদুল্লাহ বিন উতবাকে একদল লোকসহ প্রেরণ করেন। যেতে যেতে তারা দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছালে আবদুল্লাহ বিন আতিক রাযি. তাদেরকে বলেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি যাই, দেখি কি করে সুযোগ করা যায়। আবদুল্লাহ বিন আতিক রাযি. বলেন, দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার জন্য আমি কৌশল অবলম্বন করব। ইতিমধ্যে তারা একটি গাধা হারিয়ে ফেলল এবং একটি আলো নিয়ে এর সন্ধানে বের হল।
তিনি বলেন, আমাকে চিনে ফেলবে আমি এ আশংকা করছিলাম। তাই (কাপড় দিয়ে) আমি আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে রইলাম যেন আমি পেশাব করার জন্য বসেছি। তখন দ্বার রক্ষী ডাক দিয়ে বলল, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে ভিতরে ঢুকে পড়ুন। আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পার্শ্বে গাধা বাঁধার স্থানে আত্মগোপন করে থাকলাম।
আবু রাফির নিকট সবাই বসে রাতের খানা খেয়ে গল্পগুজব

করল। এভাবে রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল। যখন কোলাহল থেমে গেল এবং কোন নড়াচড়া শুনতে পাচ্ছিলাম না, তখন আমি বের হলাম। দুর্গের চাবি যে ছিদ্রপথে রাখা হয়েছিল তা আমি পূর্বেই দেখেছিলাম। তাই রক্ষিত স্থান থেকে চাবিটি নিয়ে আমি দুর্গের দরজাটি খুললাম।

আমি মনে মনে ভাবলাম, লোকেরা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সহজেই আমি পালিয়ে যেতে পারব। এরপর দুর্গের ভিতরে তাদের যত ঘর ছিল সবগুলোর দরজা আমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। এরপর সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফির কক্ষে উঠলাম। বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে ঘরটি ছিল ভীষণ অন্ধকার। লোকটি কোথায়, কিছুতেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, হে আবু রাফি। সে বলল, কে ডাকছ? তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে আমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল। এ আঘাতে কোন কাজই হয়নি।

এরপর আবার আমি তার কাছে গেলাম, যেন আমি তাকে সাহায্য করব। আমি এবার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবু রাফি' তোমার কি হয়েছে? সে বলল, কি আশ্চর্য ব্যাপার, তার মায়ের সর্বনাশ হোক, এইতো এক ব্যাক্তি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে,

আবদুল্লাহ* বিন আতিক বলেন, তাকে লক্ষ্য করে পুনরায় আমি আঘাত করলাম, এবারও কোন কাজ হলো না। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠল। তারপর পুনরায় আমি সাহায্যকারীর ভান করে কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এসময় সে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল (এ দেখে) আমি তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে এমন জোরে চাপ দিলাম যে, আমি তার হাড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির নিকট এসে পৌঁছলাম। ইচ্ছা ছিল নেমে যাব। কিন্তু (নামতে গিয়ে) আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম এবং এতে আমার পা ভেঙ্গে গেল। সাথে সাথে (পাগড়ী দিয়ে) আমি তা বেঁধে ফেললাম এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সাথীদের নিকট চলে এলাম। এরপর বললাম, তোমরা যাও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ দাও। আমি তার মৃত্যু সংবাদ না শুনে আসবো না। ঊষালগ্নে মৃত্যু ঘোষণাকারী (প্রাচীরে) উঠে বলল, আমি আবু রাফীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আবদুল্লাহ* বিন আতিক রাযি. বলেন, এরপর আমি উঠে চলতে লাগলাম। এ সময় আমার (পায়ে) কোন ব্যাথাই ছিল না। আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছার আগেই আমি তাদের ধরে ফেললাম এবং (গিয়ে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তার (আবু রাফির) মৃত্যুর

সংবাদ জানালাম। -সহিহ বুখারী: ৪০৪০

ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. ইমাম যুহরী রহ. এর সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন কাব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا. وكذلك الأوس. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر. (سيرة ابن هشام: 2/274؛ فتح الباري لابن حجر 7/ 342)

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যে, 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রদ্বয় তার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করতো। আউস কোন কিছু করলে খাযরাজ বলতো, 'আল্লাহর শপথ তারা এর দ্বারা আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবে না। খাযরাজ কোন কিছু করলে আউসও তদ্রূপ বলতো। যখন আউস কাব বিন আশরাফকে হত্যা করলো, তখন খাযরাজ পরস্পর আলোচনা করলো, এমন কে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে কাবের মতো। তখন তাদের আবু রাফে বিন আবুল হুকাইক কথা মনে

পড়লো। (এরপর তারা তাকে হত্যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলো) –সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/২৭৪; ফাতহুল বারী: ৭/৩৪২